

দেয়ালে ঝোলানো এক মনোরম ছবিতে

হাসিমুখ চাষী

মানস চৌধুরী¹

কৃষিক্ষেত্রে ঐতিহ্য আর আধুনিকতার তর্কটা কৃষকেরা আমদানি করেননি। তাঁদের পক্ষে এটা করার কোনো ঐতিহাসিক কারণই নাই। বরং, তাঁরাই কয়েক হাজার বছর ধরে সারাক্ষণ ‘হালনাগাদ’ থেকেছেন, সবচেয়ে সাম্প্রতিক প্রযুক্তিটা উদ্ভাবন করেছেন। কখনো ফলন বাড়ানোর জন্য, কখনো পুষ্টি ও প্রয়োজনের কথা ভেবে, কখনো পরিশ্রম লাঘবের জন্য। এটুকু বুঝবার জন্য কৃষির ইতিহাসের পণ্ডিত হবার কোনো দরকারই পড়ে না আমাদের। এক ধানেরই শয়ে-শয়ে রকমের বীজবৈচিত্র্য তাঁরাই সংরক্ষণ করেছিলেন; জলপ্রবাহের উচ্চতার সঙ্গে পাল্লা দেবার শস্য বর্ষাকালে তাঁরাই খুঁজে পেয়েছিলেন। জৈবসার বলতে আজকের ‘সাস্টেইনেবল কৃষিবিজ্ঞানীদের’ প্রচারপত্রে যা পাওয়া যায় সেটাও আবিষ্কারের জন্য তাঁরা টেলিভিশনের সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করেননি। তবে গোড়াতেই কৃষক বলতে আমি কোন বর্গকে নির্দেশ করছি তা স্পষ্ট করে নিই। বাংলাদেশে, এবং বাংলা ভাষায়, কৃষক শব্দটা চাষীর সমার্থক। ইংরাজি ভাষায় ও ইউরোপীয় সমাজে পিজ্যান্ট আর ফার্মারের যে গুণগত পার্থক্যটুকু নিশ্চিত করা যায় শব্দান্তরে, তার সুযোগ বাংলায় নেই। এখানে ১০০ একর জমির মালিকও জটিল কোনো গৌরব প্রকাশ করার জন্য শহরের ভরা মজলিশে বলে বসতে পারেন “আমি চাষীঘরের ছেলে”। ঘটনাচক্রে এরকম মধ্যবিত্ত বা বিত্তশালী আসরে কোনো কৃষিমজুর থাকেন না। থাকলে তাঁর পরিচয়ের এই অবাধ আত্মসাৎকরণের পর নিশ্চয়ই নিজের পরিচয় ভুলতে বসতেন। তাহলে, আমি কৃষক বলতে ‘ভূস্বামী’ বোঝানোর কোনো সম্ভাবনাই রাখতে চাই না। কৃষক হচ্ছেন তিনি যিনি নিজ শ্রমে,

¹ Manosh Chowdhury is a professor of anthropology at Jahangirnagar University. He mostly writes in Bengali, across genres and issues. Authored and edited some academic, polemic and fictional books. Served as a visiting professor at Hiroshima University and in editorial board of art magazine *Depart*. Currently he is experimenting with cross-disciplinary writing genres and has started writing in English too. Besides, he is mostly known as an orator in Dhaka.

পুরোটা গৃহস্থালীর মানুষজনের শ্রমে ফসল ফলান এবং বাস্তবে এখন মজুরে পর্যবসিত প্রায়, এমনকি একটুকরা ফলনযোগ্য জমি থাকলেও। এই পর্যবসনটা খোদ একটা আলোচ্য বিষয় এবং আজকের শিরোনামের সঙ্গে সম্পর্কিত।

তবে বিতর্কটা তাঁরা আমদানি করেছেন এমন অভিযোগও কেউ করে না। তাঁদের বিরুদ্ধে কৃষিবিষয়ক মুখ্য ‘অভিযোগ’টি হলো এঁরা কিছুতেই রদবদল পছন্দ করেন না। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে কৃষিক্ষেত্রে যে ফসলের যে বেলাগাম উৎপাদন হতে থাকার কথা তা এইসব রক্ষণশীল সনাতনপন্থী কৃষকদের কারণে ব্যাহত হয়। সেই বিচারে কৃষি বিষয়ক বিতর্কে কৃষকেরা বরাবরই প্রজাপাত্র মাত্র, কারকপাত্র নন। যেসব প্রযুক্তি ও প্রস্তুত তাঁদের জন্য আনা হচ্ছে সেগুলোর প্রতি তাঁদের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ না থাকা বিষয়ক ঝামেলা এগুলো। এই বক্তব্যটা আমার তরফে একটু সারল্যমণ্ডিত হলো, সেটা ইচ্ছাকৃতই। ইতিহাসে নিশ্চয়ই স্বাধীন সার্বভৌম কৃষকের অস্তিত্ব থেকে থাকবে কখনো। কিন্তু সে তো শোনা যায় কোনো এক কালে সম্পদেরও কোনো বৈষম্য ছিল না। এই কল্পকালের হিসাব ধরে না আগিয়ে, বরাবর বলতে অন্তত আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্ভব পর্যন্ত তো আমরা ভাবতেই পারি। বিতর্কটার পাত্র হিসাবে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ লাগাতার এমনসব কাহিনি বলা হতে থাকে তাতে মাঠে-থাকা এসব কৃষককে নতুনের প্রতি অতিশয় গোঁয়ারত্বমির্পূর্ণ এক প্রজাতি মনে হয় যাঁরা কিনা ‘নিজেরও ভাল বোঝেন না’। কারা এই এই কাহিনি আনেন সেটাও তাহলে বিচার করতে হচ্ছে। রাজনীতিবিদ আনেন, বিজ্ঞানবিদ আনেন, শিক্ষাবিদ-পণ্ডিতে আনেন, বিশ্লেষকগণ আনেন। এমনকি আমার মনে পড়ে চলচ্চিত্রকারেরাও এনেছেন। আর তাঁরা আনেন মুখ্যত সংবাদ মাধ্যমে। সেজন্য সংবাদকর্মী সম্পাদকদের একটা বড় অংশকেও হিসাবের বাইরে রাখা যাচ্ছে না। যদি ধরে নিই, সকল পেশাবর্গের মধ্যেই চিন্তামনস্ক/ক্রিটিক্যাল মানুষজন আছেন তাহলে তা অন্যান্য বর্গের মতো সাংবাদিক গোষ্ঠীর মধ্যেও আছে। তাহলে মোটের উপর ‘ট্র্যাডিশন’ বনাম ‘মডার্নিটি’ ধরনের যে কৃষিবিতর্ক চালু আছে সমাজে, আর চালু রাখেন সাধারণত অকৃষকেরা, সেখানে ‘মডার্নিটি’র অবতারণা হলেন অন্য সকল পক্ষই, খালি কৃষকেরাই হলেন ‘ট্র্যাডিশন’-এর অনড় পক্ষ। যদি মূলধারার ভারতবর্ষীয় পৌরাণিক গল্পগুলোর দিকে তাকাই তাহলে রাম-রাবণের লড়াইয়ে মডার্নিটির সুফল বুঝতে না-পারা কৃষকের কেবল রাবণপক্ষই বজায় থাকে। কিন্তু কৃষকের এই গোঁয়ারত্বমির গল্পের বাস্তব কি কোনো ভিত্তি আছে? তিনি কি জীবনের আর পাঁচটা বিষয়ে এমন কোনো সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে পেরেছেন? তাঁর কল্পিত খড়ের ছাউনির ঘর কি গত দুই দশকে ইতোমধ্যেই টিনের চালাতে রূপান্তরিত হয়নি? সেই বিশেষ ক্ষেত্রে এটা কি তাঁর বিশেষ কোনো কারকত্ব অবশিষ্ট আছে? গ্রামে যে তাঁর কোনো তাঁতী আর অবশিষ্ট নাই যেখান থেকে পরিধেয় লুঙ্গি (বা ধুতি) বা শাড়িটা তিনি খরিদ করবেন, বরং খোলাবাজারে গিয়েই একটা

কারখানার বস্ত্রই তাঁর কিনতে হবে এই বিষয়েও কি তাঁর বিশেষ কোনো ইচ্ছার সুযোগ বজায় আছে? এইরকম তালিকা তো শয়ে শয়ে বিষয়ে বানানো যাবে। তাহলে হঠাৎ করে কৃষিপ্রযুক্তি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে হঠাৎ করে তাঁর এরকম সার্বভৌমত্ব কল্পনা করে নেবার কারণ কী যেখানে তিনি মহাশক্তিধর মডার্নিটির প্রতিরোধকারী হিসাবে বিবেচিত হচ্ছেন?

এতক্ষণে আমি চাইব আমার অবস্থিতি নিয়ে পাঠক সজাগ থাকুন। ভারতের ও বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে কী কী সম্ভাব্য মিল থাকতে পারে, কী কী অভিন্নতা আমি টের পাই, আবার কোন কোন বিশিষ্টতাগুলো আমি সাধারণভাবেই উল্লেখ করার দরকার দেখি সেসবের থেকে দূরে থাকব, অন্তত কিছুক্ষণ। বরং, আমি বাংলাদেশের পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করেই বলছি ধরনের একটা অবস্থান নেব। এটাকে বিদ্যাকর্মীরা এজেন্সি বিষয়ক সতর্কতা বলে থাকতে পারেন। আমি এটা করছি এই কারণে নয় যে, সাধারণভাবে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে/ইমপিরিক্যালি না হলেও, ভারতের কৃষিব্যবস্থা নিয়ে দুচার কথা বলা অসম্ভব হবে আমার জন্য। বিপরীতে, এই কারণে যে যাতে কেউ না-বলতে পারেন “তুমি ভারতের কৃষি নিয়ে কথা বলবার কে হে? তুমি ‘রিসার্চ’ করেছো? তুমি ভারতের গ্রামে গেছো? তোমার নন-রিসার্চ ভাষ্য মনগড়া আর আমরা তা মানি না।” তার থেকে নিরাপদ হবে এটা যে আমি বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে কথা বলা সম্ভেও যদি ভারতের পাঠক তাতে কোনো মিল খুঁজে পান। এতে আমাকে তো অভিযুক্ত করা যাবেই না, বরং সাদৃশ্যগুলোর কারণে পাঠকের যে অনুধাবন হবে তা প্রতিপক্ষতার বাতাবরণমুক্ত থাকবে বলে অধিক টিকসই হবে। এই সংখ্যার মূলভাবও কিন্তু টিকসই কৃষি। সাধারণভাবে এই ধরনের সতর্কতা ও পা-ফেলবার উপায়গুলোকে বিদ্যাজগতে পদ্ধতিমালা/মেথডলজি বলে থাকে। তবে গুরুগম্ভীর একাডেমি সাধারণত পদ্ধতিমালার আলাপে গাম্ভীর্য নষ্ট হতে দেয় না। আসলে রচনার কোনো অংশই দেয় না। গাম্ভীর্য একাডেমির একটা অন্যতম স্তম্ভ। তবে সেটা আরেক দিনের আলাপ হওয়া উচিত হবে। মোটের উপর কৃষিক্ষেত্রের বিষয়বস্তুগুলো বা জিজ্ঞাসাগুলো কী হতে পারে তার একটা শিথিল তালিকা ধরে আগাতে চাই আমি। তালিকাটা প্রণয়নে যতটা সম্ভব কৃষকের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবার চেষ্টা করছি।

- একটা নির্দিষ্ট সময়ে কৃষিজ উৎপাদনের সম্ভাবনা
- সম্ভাব্য কৃষিজ উৎপাদনগুলোকে আগাম-আন্দাজ করা এবং অগ্রগুরুত্ব ঠিক করা
- বীজসংগ্রহ (বা সংরক্ষণ)
- আবাদযোগ্য জমি নির্ধারণ

- মালিকানাধীন জমি না-থাকলে ভূস্বামীর কৃষিচুক্তির বন্দোবস্ত
- কৃষিক্ষেত্রে লগ্নিযোগ্য শ্রমের বন্দোবস্ত
- জমিতে প্রয়োগযোগ্য সার ও জলের প্রয়োজনীয়তা
- সার ও জলের সুলভতা
- সার ও জলের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করণ
- অন্য কোনো যন্ত্রপাতি (ধরা যাক ট্রাক্টর) শ্রমলাঘব ও উৎপাদনবৃদ্ধিতে সহায়তা করে কিনা তা পর্যালোচনা
- সেসব যন্ত্রপাতির সুলভতা ও নিশ্চিতকরণ
- উপরের কয়েকটা খাতে সম্ভাব্য ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট প্রণয়ন
- সেই অর্থকড়ি মজুত না থাকলে ব্যাংক ও ইত্যাদির দ্বারস্থ হওয়া (আসলে এটা দৌড়াদৌড়ি রীতিমতো)
- জমিতে চাষ শুরু করার পর থেকে যন্ত্র-আত্তি বা পরিচর্যা
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি যাতে গুরুতর না হয় তার জন্য ঈশ্বরের দরবারে প্রার্থনা
- উৎপাদিত ফসলকে সংগ্রহ
- উৎপাদিত ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ (লিঙ্গসমূহ একত্রিত হবার একটা সুনিশ্চিত অধ্যায়)
- খোলাবাজারে কৃষিপণ্য বিপণনের সম্ভাব্য সুযোগগুলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা
- কৃষিপণ্য বিপণনের সম্ভাব্য হয়রানি ও ঠকানিগুলোকে এড়াতে পারার সর্বোচ্চ চেষ্টা
- কৃষিপণ্য বিক্রিয়ে দিয়ে হাতে মুদ্রাগ্রহণ

যাকে স্ফলারলি/পাণ্ডিতীয় চর্চা বলে তাতে এই তালিকাটা হয়তো কিছুটা সংক্ষিপ্ত হতো, কিছুটা নির্মোহ হতো, এবং অবশ্যই সেটা আরো বেশি অনুধাবনীয়/কনসেপচুয়েল বর্গসাপেক্ষ হতো। কিন্তু তা না হবার কারণে ক্ষতি হয়েছে বলে আমি মনে করি না। উল্টো, এরকম একটা তালিকা প্রণয়ন করেই বরং আমি সহজে আমার পাঠককে প্রশ্ন করতে পারব যে এর মধ্যে কোন-কোনটাতে কৃষকের সার্বভৌমত্ব আছে বলে ধরে নেয়া যাবে। দুইটা আমি দেখতে পাই সুনিশ্চিত। একটা হলো জমিতে শ্রমপ্রদান, আরেকটা হলো আল্লার দরবারে মোনাজাত। এর বাইরে কৃষকের কর্তৃত্ব/সার্বভৌমত্ব যদি কোথাও আপনারা দেখতে

পান, আপনারা বাংলাদেশ বা ভারত বা নেপাল-পাকিস্তান যে মূল্যেরই হোন, আমার দৃষ্টিগোচর করবেন। আমি আমার ভাবনাপদ্ধতি মেরামত করে নেব।

তাহলে ট্র্যাডিশন-মডার্নিটির বিতর্কে হঠাৎ কৃষককে কর্তা-সাবজেক্ট ভাবা হচ্ছে কেন? যাঁর বস্তুত কৃষিবীজের মতো এত ঘরোয়া জিনিসটার উপরই কোনো নিয়ন্ত্রণ অবশিষ্ট নাই তিনি কীসের কারক! বীজের বিষয়টা যাতে অস্পষ্ট না থাকে সেজন্য জানাচ্ছি যে গত অনেক বছর বাংলাদেশে বহুজাতিক-দেশজ কর্পোরেশন বীজের উপর মনোপলি (অলিগোপলি) নিয়ে এসেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষকেরা এক-মৌসুমী বীজ পান। সেসব বীজের প্রজনন সামর্থ্য নেই। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বেশ মৌলিক কয়েকটা 'সফল্যের' মধ্যে এটা একটা। বাস্তবে জেনেটিক প্রকৌশলের যেসব উপকারের কথাই বলা হোক না কেন, আজকে তা নিয়ে তর্ক করতে বসিনি। বিষয় হলো এর একটা অবধারিত ফলাফল হয়েছে কৃষক তাঁর বীজ আর বানাতে/রাখতে পারছেন না। বীজের উপর শয়ে শয়ে বছরে যাঁর কর্তৃত্বখানা ছিল, তাঁর পক্ষে আবশ্যিকভাবে এসব কর্পোরেশনের কাছ থেকে বীজ নিতে হচ্ছে, গ্রামে যাকে বাঁজা-বীজও বলা হয়। অবশ্যই এখনো এটা সম্পূর্ণ কৃষিক্ষেত্রের চিত্র নয়। কিন্তু সেখানে পৌঁছাতে যে অনেক সময় লাগবে না তা বুঝতেও আমাদের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার কিংবা কোনো কর্পোরেশনের মালিক হওয়া লাগবে না। লক্ষ্য করবেন বীজের মালিকানা-কর্তৃত্ব হারানো লিপ্সের প্রসঙ্গও বাটে। তবে যে অঞ্চলে বন্দনা শিবর মতো এত ক্ষুরধার চিন্তক প্রমুখ আছেন, সেখানে বীজের লিপ্সরাজনীতি নিয়ে আমার আলাপ শুরু না করলেও চলবে।

কৃষককে বারংবার সামনে আনা হচ্ছে অবধারিত কারণেই। যে শ্রম তাঁদের তরফেই কেবল দিতে হবে সেই শ্রমের আত্মসাৎকরণের কারণেই এত কিছু। টিকসই কৃষির টিকসইটা কী? বাহ্যত বলা হচ্ছে যে কৃষিক্ষেত্র যাতে পরিশ্রান্ত না হয়ে পড়ে, যাতে অযুত কালের জন্য, কিংবা অন্তত কয়েক প্রজন্মের জন্য নিরাপদ কৃষিসম্ভার হাজির হতে পারে। কিন্তু কিছু পরিহাসমূলক রসবোধ থাকলে আমরা দেখতে পারব যে টিকসই আরো জরুরি প্রপঞ্চ হলো কৃষকের শ্রমপ্রদান সামর্থ্য। এই মারাত্মক নিপীড়নমূলক, শোষণমূলক কাঠামোটোর মধ্যে তিনি ধনেমানে তো ননই, জানেপ্রাণও টিকবেন কিনা এই সন্দেহ আছে বৃহৎ কাঠামোর। কারণ, শোষণটা এখানে কেবল শ্রমেরই হচ্ছে না। কৃষককে নতুন নতুন কৃষিজ-অনুষঙ্গের নিরঙ্কুশ ক্রেতা বানানোরও ব্যবস্থা এটা। তা তিনি জল ভাড়া করুন, ট্রাক্টর ভাড়া করুন, বীজের জন্য ঋণ নিন আর সার কিনুন। তিনি একাধারে নিরঙ্কুশ শ্রমপ্রদানকারী এবং অতিশয় প্রান্তিক খরিদকারী। যখন ঘরের টাকা খরচ করছেন, তখন সর্বস্বান্ত হচ্ছেন; আর যখন ঋণ নিচ্ছেন তখন চক্রাকারে বন্দি থাকছেন সেই টাকা শোধ দেবার চাপে। এখানেই তাঁর দুর্ভোগ থেমে থাকে না। কৃষিজ

পণ্যের দাম পাবার ক্ষেত্রে এরকম পরিস্থিতির লাগাতার উদাহরণ আছে যেখানে লগ্নিকৃত টাকাটাই কৃষক তুলতে পারছেন না। সংবাদপত্রে যখন আরেকটু গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি ছিল, তখন কৃষকদের এসব ভোগান্তিতে আল্লাহত্যা কিংবা সংক্ষোভে উৎপাদিত ফসল নষ্ট করে ফেলার প্রতিবেদন পর্যন্ত আসত। এখন খবর তেমন আসে না; ঘটনাগুলো চলমান। আর এই তিনি বা তাঁর তো আর কয়েকজন কৃষক নন; কোটি কোটি মানুষ।

যেখানে বড় কোম্পানিগুলো কৃষিফার্মের অপেক্ষাকৃত নতুন ব্যবসাতে নামার পর কৃষির আমূল বদল হয়েছে। কৃষকের একাংশের আমূল বদল হয়েছে। তাঁরা নিরক্ষুশ কৃষিমজুরে পরিণত হয়েছে। তবে নিরক্ষুশ কৃষিজ শ্রমিক হবার পরিস্থিতি কর্পোরেট কৃষির উদ্ভবের আগের প্রসঙ্গ। বড় ভূস্বামীদের মজুর হয়েছিলেন তখন তাঁরা। উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমিক-কৃষক যে কোনো চিন্তাপ্রণালীরই আর কারক নন তা স্বীকৃত। ভূস্বামীর হুকুমে কিংবা পরবর্তীতে কর্পোরেট কৃষিভূমির মালিকের শর্তে তাঁরা 'চাকর' মাত্র। ফলে সম্ভাবনা আছে, বর্তমান বিতর্কটা বরং কর্পোরেট গোষ্ঠী আর এখনো টিকি-থাকা ভূস্বামীদের মধ্যকার লড়াই। মৃতবৎ, শ্রমযন্ত্রে পর্যবসিত, কিংবা অন্যত্র ঋনজর্জরিত, কৃষিপণ্যের মূল্য না-পাওয়া কৃষকেরা কোনো পক্ষ নন।

কিন্তু পাঠ্যপুস্তকে, টিভিতে, উন্নয়নসংস্কার বর্ষপত্রতে, মন্ত্রীদের শোভাযাত্রায়, মধ্যবিত্ত বাচ্চাদের ড্রইং প্রতিযোগিতায় এবং আরো সব অঞ্চলে যে কৃষককে পাই তিনি একজন ছবির কৃষক। হাসছেন, মাথায় তাঁর সোনালী রঙের ধান, তাঁর হাসিতে জীবনের সকল প্রসন্নতা। কৃষক এভাবে হাসেন না তা নয়। কিন্তু যে পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর হাসিকে এই পক্ষেরা হাজির করেণ তা গভীর প্রতারণামূলক। এই হাসিটা সম্প্রচার করতে চান এসব পক্ষ, ঠিক যেভাবে তাঁদের রক্ষণশীলতার গল্পটাও তাঁরা প্রচার করতে চান। যিনি সর্বস্বান্ত তাঁর ভুল প্রতিমা বানানোর রাজনীতি এটা; যিনি কোনো পক্ষ নন, তাঁকে প্রতিপক্ষ বানানোর রাজনীতি এটা।

(আদাবর, ঢাকা। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১)

Portrait of a Pleasant Peasant Placed on your Porch

Manosh Chowdhury*

Department of Anthropology, Jahangirnagar University, Dhaka, Bangladesh

*Correspondence: manosh@juniv.edu

The peasants themselves never brought about the debate of tradition vs. modernity. They did not have any historical reason for doing so either. Instead, they kept themselves 'updated' for thousands of years, upheld inventing the then modern skillset and technology. Sometimes to increase production, sometimes to enhance nutrition or necessity, sometimes simply to reduce their labor. We do not need to be an expert agriculture historian to understand this simple fact. Take the example of paddy, the peasants preserved hundreds of its varieties; they discovered a variety that could maintain a balance with the increasing water level in the rainy season. The peasants did not even wait for television awareness programs to know about what the recent pro-'sustainable' agricultural scientists call as organic fertilizer. At the outset, it is important to clearly define what I mean as 'peasants'. In Bangladesh, and in the Bengali language, *krishak* and *chashi* are used synonymously. Unlike the qualitative difference between the concepts 'farmer' and 'peasant' in the English language, and in the European context for say, the Bengali language does not provide that opportunity. Someone with 100 acres of land can also claim himself a 'peasant' in a houseful of urbanites. Not incidentally, no agricultural laborer usually is present in such a middle-class gathering. He would certainly get perplexed about his own identity with this frantic claim. The term peasant should also, not be confused to connote a huge landowner. In fact, a peasant is a person who himself, along with all the household members in different phases, cultivate by physical labor and is recently reduced almost to an agricultural laborer, even if he owns a piece of land. This reduction itself is a point of discussion and is much related to today's title too.

However, no one alleges that they imported this debate. Major 'complains' against them in agricultural discussion is that they do not like changes at all. These conservative tradition-loving farmers are thwarted by the new discoveries of science that could produce massive crops in agriculture. In this context, in agricultural debates, the peasants

have always been the subjects, not the actors. There are problems of not surrendering unconditionally to technologies and proposals that are provided to them. This is a simplistic statement from my end. There must have been an independent sovereign peasant in history. But it has also been said, that once there was no inequality in wealth. Without taking into account this imaginary period, we can take at least the emergence of the modern state as a vantage point. They are important as the subject of controversy as they are known to be a very stubborn species towards the new orientations and who do not even 'understand their own well-being'. Who brought this story are of concern. Politicians brought in, scientists did, so did academics-experts and analysts. Even, the filmmakers also brought it up. And they all bring this issue mainly through the news media. That is why a large part of the journalists or editors are not going to be left out. If we assume that there are critical people in all professions, then it is the same for all professionals. Nevertheless, the 'tradition' versus 'modernity' kind of agrarian debate is existent in society and is usually maintained by the non-farmers, where all others seem to be the advocate of 'modernity', except the peasants, who are confined with 'tradition'. If we look at the mainstream Indian mythology, peasants thus side with evil Ravana, who do not understand the benefits of modernity, the virtue, in the battle of Rama and Ravana. Is there any basis for this story of the farmer's stubbornness, really? Has he been able to maintain such sovereignty over other aspects of life? Has not his imaginary thatched house already been converted to a tin-covered one in the last two decades? In that particular case, does he have any specific agency left? Does he have any viable desire left to buy a *lungi* (or *dhoti*) or *sari* from the village weavers, other than going to the market and buying a factory cloth? Hundreds of such events can be listed. Why then suddenly imagine such sovereignty, where he is being considered as a capable opponent of superpower modernity?

Now I want my readers to be aware of my location. I will stay away, at least for a while, about the possible similarities between the agricultural sectors of India and Bangladesh respectively, about the similarities that I feel, about the distinction I may generally mention. Rather, I will take a region-specific position located in Bangladesh. Scholars may call it awareness about the agency. I am doing this not because of my lack of empirical knowledge about India's agricultural system as I should still be able to talk

about a few general issues. I actually am preventing others to say: “Who are you to talk about Indian agriculture? Did you do any ‘research’? Have you ever been to an Indian village? Your commentaries are fabricated and we do not accept it.” It would be harmless to talk about Bangladesh, more so if the Indian readers find any similarity. Not only can I be not blamed for this, but the readers’ observation of the similarities will likely be free of any hostility (towards a foreign commentator) and thus more sustainable. Incidentally, this issue is also dedicated to sustainable agriculture. In general, similar awareness and methods of procedure are called ‘methodology’ in the academic world. However, a grave and solemn academy usually does not allow seriousness to slip away while proposing methodology. In fact, it does allow it at any part of research activities. Seriousness is one of the pillars of the academy. But that should be elaborated another day. I would like to come up with an unsolicited list of contents or queries regarding agriculture. I am trying to list them from the peasants’ point of view as much as possible.

- Probable agricultural products at a given period of time
- Anticipating and prioritizing potential agricultural products
- Seed collection (or preservation)
- Identifying cultivable lands
- Arrangement for agricultural contracts where no land is owned
- Arrangement for labor investment
- Assessing the requirement of fertilizer and water
- Accessibility of fertilizer and water
- Ensuring availability of fertilizer and water
- Reviewing agricultural accessories (say tractor) in reducing labor or increasing production
- Accessibility and ensuring of those pieces of equipment
- Budget preparation for the above matters
- Bank dealing in case one does not have money (this is a whole package of hassle)
- Nurturing of the land right from the beginning of cultivation
- Praying to God so that no damage caused by natural disasters

- Collection of crops produced
- Processing of crops (usually an inter-gender situation)
- Comparative analysis of potential opportunities for marketing these products
- Highest efforts to avoid possible harassment and frauds while marketing
- Having cash in exchange for these agricultural products

Had it been a scholarly exercise, this list might have been a bit shorter, a bit more dispassionate in nature, and definitely with more conceptual categories. But I do not really think that we lost anything here. Rather contrarily, by assembling such a list, I can easily ask my reader which ones of these they believe underline the sovereignty of a peasant. I find two for sure. One is of labor investment in the land, and the other is definitely praying to Allah. Barring these two, if you find agency/authority/sovereignty of the peasants anywhere else, you would please show me regardless of if you are from Bangladesh or India or Nepal-Pakistan. I will rework my conceptualization.

So why a peasant/farmer suddenly is being considered the agent-subject in the debate of tradition-modernity? What kind of actor he is when, in fact, he has no control anymore over such a long-domesticated object like agricultural seed? For a clear account of seeds, I would like to inform you that in the past few years, multinational corporations along with their local counterparts in Bangladesh have monopolized (oligopolized) seeds. Farmers get mono-season seeds. These seeds cannot reproduce. It is one of those fundamental 'successes' of genetic engineering. But I am not here today to advocate for or take on, genetic engineering as a field of expertise. Eventually, one of the consequences of the development of this knowledge is that a person who had control over seeds for hundreds of years is not bound to take the seeds (*banja beej* as it is sometimes termed in 'rural' Bangladesh) from these corporations. Of course, this is not yet the total occupation of agriculture at this moment. But we do not have to be a genetic engineer or own a corporation-tycoon to realize that it would not take that long either. Lost ownership of seeds, notably, is a question of gender too. However, in a region where there is a Vandana Shiva and the likes, I do not need to start a discussion over gender politics of seeds.

Peasants are being brought repeatedly for obvious reasons, truly. The only possible stake of this equation who have to invest labor are them and the whole buzz is about extracting their labor. What sustainability is in question in 'sustainable agriculture? Apparently, it is being said that agriculture should not be exhausted, so that agriculture can continue for tens of thousands of years, or at least for a few generations to come. But if there is some sense of wit or humor, we can sense that the more crucial sustainable phenomenon is the laboring capacity of the peasants. With this lethal oppressive, exploitative structure, not only is he wretched in terms of wealth or honor, but it also creates doubts if he will survive at all. Make no mistake, this is not just about labor. It is also a system of bringing the peasants into the market of new agricultural implements. He rents water, rents tractors, borrows for seeds, and buys fertilizer. He is at once a relentless laborer and a very marginal buyer of the mammoth market. He spends his personal savings and becomes destitute. And when he takes a loan, he is trapped in a vicious cycle of repaying back. This is not the end of his extreme sufferings. Getting prices for agricultural products comes next, where there are frequent instances of peasants not being able even to raise the invested money. In the era of little more democratic newspapers, there were reports of farmers committing suicide or ruining their crops with severe dejection. Now the news does not cover many of those stories. But the events take place. And we are not talking about a peasant or two, there are millions of them.

Agriculture has changed dramatically since the big companies entered the relatively new agricultural business. A portion of the peasantry has changed drastically too. They have become absolute agricultural laborers. However, becoming an absolute agriculture laborer is not a direct outcome of corporate agriculture. They actually were laborers for the big landlords in the previous period too. In both cases, the worker-peasant/wage-laborer is not considered as an agent of his thought process or 'agricultural plan'. They are only 'servants' who follow orders and live on the terms set by the landlord or the corporate company. As a result, I opine that the current argument may well be a battle between the corporate groups and the still-surviving landlords. People who live almost like dead, non-existent, reduced into a machine of laboring, or else hugely indebted and unfairly paid for their products cannot be a negotiating party here.

However, the peasants we find in textbooks, on TV, in development agencies' yearbooks, in cabinet ministers' processions, even in middle-class children's drawing competitions, and in many other spaces, is a pictorial peasant. Beaming, with a bundle of golden paddy on his head, or in his hands; with all the pleasures of life in his smile. Not that the peasants do not smile like this. But the fact is that the ways these actors exhibit his laughter are deeply deceptive. These agents want to broadcast this laughter, just as they want to propagate the narration of their conservatism. It is the politics of making a deceitful image of the ones who lost everything in the play; it is the politics of making them a vibrant opponent where they do not have a side left anymore.

(Adabar, Dhaka. 16 September 2021)

How to cite this article: Chowdhury, M. (2021). Portrait of a peasant placed on your porch. *Vantage: Journal of Thematic Analysis*, 2(2): 109-120

DOI: <https://doi.org/10.52253/vjta.2021.v02i02.09>

© The Author(s) 2021.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) which permits its use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is cited.